দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 FEB 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

054

রেলওয়ে স্কুলের ভুক্তভোগী ভার্নাকুলার শিক্ষকদের ফরিয়াদ

প্রায় দেড় শতাব্দী আগে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেকেলের আমলে সৃষ্টি ভার্নাকুলার টিচার পদবী তখন এদেশীয় শিক্ষকদের দ্বারা নিম্ন শ্রেণীতে বাংলা পাঠ দানছিল সীমাবদ্ধ। এহেন বৃটিশ সরকার বহু আগেই বিদায় নিয়েছেন ; কিন্তু তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ রেখে গেছেন। অনুরূপ বৈষম্যের শিকার হয়েছি আমরা পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল রেলের মোট দশটি স্কুলের প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ভাবতে অবাক লাগে যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করেও আমরা আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার পাইনি। বিগত ১০ বছর যাবৎ অনেক লেখালেখি করেও পরিশেষে পত্রিকার সাহায্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আশু নির্দেশ কামনা করতে বাধ্য হলাম। পশ্চিমাঞ্চল স্কুলের ৩০ জন ভার্নাকুলার টিচারদের মধ্যে ৮ জন গ্রাজুয়েট (ননট্রেণ্ড), ৬ জন বি-এড প্রাপ্ত, ২ জন অনার্স এম, এ এবং বাকী ১৪ জন এইচ, এস সি পাস। উল্লেখিত শিক্ষকগণ বিগত ১৯৭৪ বা তার পরবর্তী সময় থেকে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে বিদ্যালয়সমূহে কর্মরত। বর্তমানে আমরা বঞ্চিত অবস্থায় হতাশাগ্রস্ত। পেনশন গ্রহণের সময় আসন্ন। কর্তৃপক্ষ এখনও নির্বিকার। এখানে উল্লেখ্য করা যেতে পারে আরপিএস ৬০ সালে সহকারী শিক্ষকগণ ছিলেন ১৮৫-৩১৫ টাকা স্কেলে এবং এম এন এস '৭৭ সালে স্কেল ৬২৫ টাকা। ভার্নাকুলার টিচারগণ আরপি এস।৬০ সালে ছিলেন ১২৪-২১০ এবং এন এন এস।৭৭ সালে ৩২৫ টাকা, সহকারী মিসট্রেসগণ ছিলেন আর পি এস। ৬০ সালে ১১০ টাকা এবং এন এন এস/৭৭ সালে ভার্নাকুলারদের সমানে মার্জ করে ৩২৫ টাকা স্কেল।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে এই সমস্ত সহকারী মিসট্রেসদের ১৯ জনকে ১৯৮১ সালের মডিফিকেশনে হঠাৎ করে ৪০০ টাকা স্কেলে (১/৭/৭৭ থেকে কার্যকরী) করা হয়। আমরা বর্তমান পশ্চিম জোনের ৩০ জন বাদ পড়ে গেলাম। অন্যদিকে সহকারী শিক্ষক ট্রেন্ড ও ননট্রেণ্ডগণ এম এন এস/৮৫ সালে বহাল তবিয়তে ১৩৫০ টাকার স্কেল পাচ্ছেন। অর্থাৎ ৬০ টাকার পার্থক্য এখন ৬০০ টাকায় দাড়িয়েছে।

রেল কর্তৃপক্ষ ড্রাইভার, ফায়ারম্যান, আইও ডব্লিউ, কম্পাউণ্ডার ও অনেক অফিসারদের পদবী পরিবর্তন করে বেতন স্কেল কার্যকরী করেছেন, আমরাও পদবী পরিবর্তনের জন্য বলে হয়রান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্র দাখিল করে দেখিয়েছি যে, কোথাও ভার্নাকুলার টিচার পদবী বর্তমানে নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাভিত্তিক বেতন স্কেল নির্ধারণ করার জন্য কাঠখড় যোগাড় করা হল, কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা ফাইলের ওপর মন্তব্য লিখে সচিবালয়ে ফেলে রেখেছেন। সচিবালয়ে গেলে দেখা যাবে 'ভার্নাকুলার টিচারস' ফাইল পড়ে আছে। বি-এড প্রাপ্ত এবং এইচ, এস, সি পাস শিক্ষক কি একই সমান স্কেল পেতে পারে ? এটা কি রেলওয়ে প্রশাসনের উপযুক্ত বিচার ?

জনৈক ভুক্তভোগী শিক্ষক।